













# ତାନିଶା-କେଅଭିନନ୍ଦନ ଜୀବାଲେନ କ୍ରିଡ୍ଯୁମନ୍ଟ୍

ପାଣ ତା କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେ ହେ ତ ଲ୍ୟ କ ଲେ କ, କ,	ଆଗମିକାଳ ତାନିଶା ଜୟ ପୁର ରଓଯାନା ହେବେ । ଅତୀତେ ଅନେକ ସଫଳ ଖେଳୋଯାଡ଼ଙ୍କରେ ଜନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟେର ହାତ ବାଢ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ । ଏବାର ନିମ୍ନବିଭିନ୍ନ ପରିବାରେର ତାନିଶା-ର ଜନ୍ୟ ଓ ସାହାଯ୍ୟେର ହାତ ବାଢ଼ିଯେ ଦେବେ ଏଟାଇ ଆଶା କରଛେ ଗ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀରୀ । ତାନିଶା ଯେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରେଛେ ତା ନିଃ ସନ୍ଦେହେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କ୍ରିକେଟେ	ଏକଟା ନାତୁନ ଜୋଯାର ଆନବେ । କାରଣ ଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁରେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବ୍ୟାର୍ଥତାର ମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଛେ ମହିଳା ଦଲ । ମେଥାନେ ତାନିଶା-ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜାର ଟ୍ରଫିତେ ସୁଯୋଗ ପାଓ୍ୟା ମହିଳା କ୍ରିକେଟକେ ବାଢ଼ିତି ଅନ୍ତିମଜେନ ଜୋଗାବେ । ଗ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାସ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଆଶା କରଛେନ ଯେ, ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଏର ପର ଆରା ଗତି ନିଯେ ଏଗିଯେ ଯାବେ ।
---	--	--

# টি-২০ বিশ্বকাপে সর্বকালীন রেকর্ড শাকিবের

বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে লেন শাকিব আল হাসান। সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটের বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার নজির গড়েন বাংলাদেশের তারকা অল-রাউন্ডার। এক্ষেত্রে তিনি পিছনে ফেলে দেন শাহিদ আফ্রিদিকে। চলতি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডে পাপুয়া নিউ গিনির বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে শাকিব টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়া বোলারদের তালিকায় আফ্রিদির সঙ্গে যুগ্মভাবে এক নম্বরের সিংহাসন দখল করেন। সেই ম্যাচের পর টি-২০ বিশ্বকাপে শাকিবের উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯। টি-২০ বিশ্বকাপে ৩৪টি ম্যাচ খেলে আফ্রিদিও সংগ্রহে করেছেন ৩৯টি উইকেট।



ନିଯୋଜନ ଶାହଦ ଆଫ୍ରାଦ ।  
୩. ଲସିଥ ମାଲିଙ୍ଗା ୩୧ଟି ମ୍ୟାଚ  
୩୮ଟି ଉତ୍କେଟ ନିଯୋଜନ ।

৪. সেয়েদ আজমল ২৩ ম্যাচে ৩৬টি  
উইকেট নিয়েছেন।

৫. অজন্তা মেডিস ২১ ম্যাচে ৩৫টি  
উইকেট নিয়েছেন।

৬. উমর গুল ২৪ ম্যাচে ৩৫টি

ଡକ୍ଟର ଉଦ୍‌ଧିତ ମନ୍ଦିରରେ | ଡା. ଅଜାନ୍ତା ମୋହନ୍ ୨୧ ମ୍ୟାଟେ ଡାକ୍ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍‌ଧିତ ମନ୍ଦିରରେ |

# গোমতী জেলায় গঠিত স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কমিটি

পিছনে ফেলে দেন শাকিব। তিনি এককভাবে টি-২০ বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়ার বিখ্যরেকর্ড নিজের দখলে নেন। পরে শাকিব আবিন্ধা ফার্মান্ডোর উইকেটিংত তুলে নেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে জোড়া উইকেট নেওয়ার সুবাদে টি-২০ বিশ্বকাপে শাকিবের সংগ্রহ দাঁড়ায় সাকুলে ৪১টি উইকেট। টি-২০ বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি উইকেট নেওয়া বোলারারা:-

১. ২৯ ম্যাচে ৪১টি উইকেট নিয়েছেন শাকিব।
২. ৩৪টি ম্যাচ খেলে ৩৭টি উইকেট

বোর্ডের সচিব হয়েছেন মসীর কুমার দে। এছাড়া কিলো রুকে নগেন্দ্র জমাতিয়া, কাঁকড়াবন রুকে শিশির জমাতিয়া, টেপনিয়া রুকে গণেশ নাহা সচিব মনোনীত হয়েছেন। অমর পুর নগর পঞ্চায়েত স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব হয়েছেন অঞ্জন সাহা। অমরপুর রুকে স্পন্ধন কুমার সাহা, অস্মিন্দগর রুকে দাজিলিং কলাই, করবুক রুকে মণি দেববর্মা, শিলাছড়ি রুকে নিলয় দেওয়ান সচিব হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। এদিকে, গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর অবিনিয়ত মস্তক কমিটির সদস্যদের নিয়ে আগামীকাল দুপুর একটায় একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত করবে। গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি এই বৈঠকে পৌরসভাতা করবেন। আসন্ন স্কুল ক্রীড়া সংগঠন নিয়ে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা, স্থান নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। মনোনীত কমিটির সমস্ত সদস্যদের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন জেলা ক্রীড়া অফিসার মহির শীল। দোরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত দফতর স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছে। ফলে দ্রুতগতিতে সমস্ত কিছু সেরে নিতে চাইতে জেলা ক্রীড়া দফতর।

## মণিপুরে পূর্বোন্তর সন্তোষ ট্রফি

# টিএফএ-র ফাঁকির রাজ্য দল কর্তৃতা সাফল্যে পায় তা দেখার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর ৩ প্রায় দুই বছর ধরেই ঘরোয়া ক্লাব ফুটবল বন্ধ। ৪-৫ বছর ধরে খবর নেই রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ফুটবলের। রাজ্যের কোন ফুটবলার কি অবস্থায় আছে, অতীতের নামি ফুটবলার এখন আদৌ মাঠে আছে কি না এই সমস্ত খবর কি টিএফএ-র কাছে আছে? যদিও টিএফএ-র নির্বাচক কমিটি নাকি অতীতে কে কে ভালো ফুটবল খেলতো তা বিবেচনা করেই আসন্ন সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের জন্য ৩০ জন ফুটবলারকে বেছে নিয়েছে। টিএফএ-র নয় সদস্যক নির্বাচক কমিটি নাকি সন্তোষ ট্রফির জন্য ৩০ জন ফুটবলারের একটি নামের তালিকা টিএফএ সচিবের কাছে জমা দিয়েছে। আগামীকাল (সোমবার) তাদের নাম নাকি ফেডারেশনের কাছে সিআরএস করা হবে। অর্থাৎ এই ৩০ জন থেকেই ২০ জনকে নিয়ে রাজ্য দল সন্তোষ ট্রফি খেলতে মণিপুর ব খবরে প্রকাশ, টিএফএ-র নি কমিটির সদস্যরা নাকি ঘরে ব নিজেদের পছন্দের এবং পর্য খেলোয়াড়দের নামের তা তৈরি করেছেন। অভিন্ন টিএফএ-র বর্তমান কমিটি প্রা মাস হাতে সময় পাওয়া স সন্তোষ ট্রফির রাজ্য দল গঠ জন্য কোন ট্রায়াল ক্যাম্প ড টাকা খরচের চিন্তায়। টিএফ নির্বাচক কমিটির পছন্দের জনকেই নাকি ডাকা হবে। এই জনের মধ্যে যারা যারা রিভ করবে তাদের নিয়েই হবে জনের দল। তবে যেখানে র প্রায় দুই বছর ধরে ফুটবল যেখানে দুই বছর পর সন্তোষ হচ্ছে সেখানে তো ত্রিপুরার ত প্রস্তুতি প্রয়োজন ছিল। ও ক্যাম্প ডেকে সেখানে যতটা বেশি সংখ্যায় ফুটবলার নিয়ে করে ম্যাচ খেলে তারেই তো ক

দল গঠন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, টিএফএ হাতে সময় কম বলে ওপেন ট্রায়াল বাতিল করে ৩০ জনকে বেছে নিচ্ছে। ঘটনা হচ্ছে, যে ৩০ জনকে টিএফএ বেছে নিচ্ছে তারা কি ফুটবলে আছে? তাদের কি ভালো ফিটনেস আছে? তারা ছাড়া কি নতুন কেউ নেই? এছাড়া যেখানে দুই বছর ফুটবল হয়নি সেখানে নির্বাচকরণ কিভাবে ৩০ জন সম্পর্কে নিশ্চিত? যেখানে ফেডোরেশন থেকে গত আগস্ট মাসেই জানানো হয়েছিল যে, ২১ নভেম্বর থেকে সন্তোষ ট্রফি শুরু হবে সেখানে টিএফএ কেন এতদিন ঘুমে ছিল। এখন হাতে সময় কম বলে টিএফএ রাজ্য দল গঠনে ফাঁকি দিচ্ছে। মণিপুরে হচ্ছে পূর্বোত্তর সন্তোষ ট্রফি। বলা ভালো যে, জাতীয় ফুটবলে ত্রিপুরা এখন নিচের দিকে। ফলে মণিপুরে ত্রিপুরাকে ভালো খেলার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রাজ্য দল গঠনে টিএফএ যেভাবে ফাঁকি দিচ্ছে তাতে কি দল আদৌ মণিপুরে ভালো কিছু করবে? সন্তোষ ট্রফিতে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ রাজ্যগুলি নিশ্চয় অস্তিত্ব নিয়েই মণিপুরে যাবে। এই জায়গায় টিএফএ যদি ফাঁকি দিয়ে দল গঠন করে মণিপুরে যায় তাহলে রাজ্যের না ভরাড়ুব হয়। টিএফএ-র উচিত ছিল, কমপক্ষে সাত দিনের একটা ওপেন ট্রায়াল ক্যাম্প করা। সেখানে নির্বাচক কমিটি এবং দলের কোচ খেলোয়াড়দের দেখে তারপর সন্তোষ দলের জন্য ৩০ জন বেছে নেওয়া। এই ৩০ জনকে নিয়ে একাধিক ম্যাচ খেলে তারপর ২০ জন বেছে নেওয়া। কিন্তু সরাসরি ৩০ জন বেছে নিচ্ছে টিএফএ। এখন দেখাৰ, টিএফএ-র এই ফাঁকির দল গঠনে মণিপুরে কি ফলাফল এনে দেয়।

## ফুটবলের উন্নয়নে ক্রীড়ামন্ত্রীর আশ্বাস প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

ପ୍ରତିବାଳା କ୍ଷମା ଜ୍ଞାନୀ ଆତମାନୀ,  
ଆଗରତଳା, ୨୪ ଅନ୍ତୋବର ୧ ରାଜ୍ୟ  
ଫୁଟ୍‌ବଲେର ଉନ୍ନଯନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର  
ସାଧ୍ୟ ମତେ ସହାୟତାର ହାତ ବାଡ଼ିଯେ  
ଦେବେ—ଏହି ଆଶ୍ୱାସ ଦିଲେନ ତରଣ  
କ୍ରିଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଶାଶ୍ର ଚୌଥୁରୀ । ବ୍ୟବବାର  
ଟିଏଫ୍‌ଏ-ର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଲ  
କ୍ରିଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀର ସାଥେ ସନ୍କଳନ କରେନ ।  
ପ୍ରଥମେଇ ତାକେ ସଂବର୍ଧନା ଦେଓଯା ହୁଏ ।  
ଏର ପର ଟିଏଫ୍‌ଏ-ର ପକ୍ଷ ଥେକେ  
ବିଭିନ୍ନ ଆବେଦନ ପେଶ କରା ହୁଏ ।  
ଟିଏଫ୍‌ଏର ମାଟେର ସମ୍ମନର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ

ডেমকাক্ষ মাঠের সংস্কার সহ বাতমন জেলার মাঠগুলিকে ফুটবলের উপযুক্ত করে তোলার আবেদন জানানো হয়। ড্রিড়মন্তী সুশাস্ত চৌধুরী মাঠের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। জাতীয় স্তরে ফুটবল দল পাঠানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় টিএফএ-কে আর্থিক সমস্যায় পড়তে হয়। এই ব্যাপারেও ড্রিড়মন্তীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। টিএফএ-র নিজস্ব কোন মাঠ নেই। মাঠের ব্যবস্থা করা এবং মাঠ পরিচর্যা করার জন্য এক জন মালি সহ আরও ছয় দফা আবেদন পেশ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ঘোষণা

କ୍ଷେତ୍ରେ ହାତବାଚକ ମନୋଭବ  
ଦେଖିଯେଛେ କ୍ରିଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ । ସଥାସୁର  
ସହାଯତାରେ ଆଶ୍ଵାସ ଦିଯେଛେ ।  
ଟିଏଫ୍‌ଏ ସଚିବ ଅମିତ ଚୌଧୁରୀ,  
ଯୁଗମାଚିବ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଗୁଣ୍ଠଳ  
ଆରା ଆମେକେ ଏହି ସାକ୍ଷାଂ ପରେ  
ଟିଏଫ୍‌ଏ-ର ତରଫେ ଉପହିତ ଛିଲେନ ।

# ତିନ ପେଶାଦାର କି ଦଲେର ବୋକା ହତେ ଚଲେଛେ?

আগরতলা, ২৪ অক্টোবর :  
কাকপক্ষীকেও জানতে না দিয়ে যে  
তিন পেশাদার ক্রিকেটারকে রাজ্য  
দলের জন্য বাছাই করেছে টিসি এ  
তারা কি শেষ পর্যন্ত দলের বোৰা  
হতে চলেছে ? ক্রিকেট মহলে এই  
আশঙ্কা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে  
উঠেছে। নিজেদের পছন্দের  
দুই-একটি মিডিয়া ছাড়া আর  
কোথাও এই তিন পেশাদার  
সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য প্রদান  
করা হয়নি। তবে এক দিন না এক  
দিন সব প্রকাশ্যে আসবে। এটা  
হয়তো ভুলে গিয়েছিল টিসি। তাই  
এই তিন পেশাদার সম্পর্কে সমস্ত  
তথ্যই এখন ক্রিকেটপ্রেমীরা জেনে  
গেছে। রাজ্য দলের মূল সমস্যা  
হলো ব্যাটিং। ১৯৮৬ সাল থেকে  
যখন রঞ্জি ট্রফি খেলতে শুরু করেছে  
তখন থেকেই ব্যাটিং-টা দলের মূল  
সমস্যার জায়গা। দিবসীয় ম্যাচ  
হোক কিংবা সীমিত ওভারের ম্যাচ  
সব জায়গাতেই ব্যাটিং নিয়ে রাজ্য  
দলের সমস্যা। পেশাদার ক্রিকেটার  
বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাই  
ব্যাটসম্যানদেরই প্রাধান্য দেওয়া  
হয়। তবে গত কয়েক বছর ধরে  
ভিড় দেখা যাচ্ছে। ফলে রাজ্য  
দলের ব্যাটিং সমস্যার কোন  
সমাধান হচ্ছে না। কয়েক বছর  
আগে মিলিন্দ কুমার, তশ্মায় মিশ্র,  
হরমিত সিং-দের নিয়ে আসা  
হয়েছিল। কিন্তু দলের কোন  
উপকারেই আসেনি তারা। এই বছর  
বীতিমত সবাইকে ঘুমে রেখে  
রাহিল শাহ, কেবি পবন এবং সমিত  
গোয়েল-কে পেশাদার ক্রিকেটার  
হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু  
নিয়ে আসা হয়েছে বলা ভুল। বলা  
যায়, জামাইআদরে পেশাদারদের  
বরণ করা হয়েছে। যদিও  
জামাইআদরে বরণ করা  
ক্রিকেটারদের সাফল্য নিয়ে  
ইতিমধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীরা সংশয়  
প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বেশ  
কয়েক জন ভালো মানের স্থানীয়  
ক্রিকেটারকে ফিটনেস টেস্টে  
উত্তীর্ণ না হওয়ায় ছেঁটে ফেলা  
হয়েছে। আর অন্যদিকে, এই  
পেশাদারদের ফিটনেস টেস্টে  
বসতেই হয়নি। বর্ত মানে  
ব্যাঙ্গালুরুর জাস্ট ক্রিকেট  
অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছে  
রাজ্য দল। জানা গেছে,

# শহরে ফিরলেন টিসিএ সচিব

প্রতিবাদী কলম ক্ষেত্রে প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর ৪ বেশ কিছ দিন বাটীর কাটিয়ে বরিবার চন্দ। নিম্ন আদালত আগামী ২৪ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন পর্যন্ত তিমির চন্দকে ফেরে টিসিএ-র সচিব চন্দ। ক্রিকেট মহল মনে করছে, তিমির-সচিব পদে ফিরে আসা অবশ্যই একটা ভালো খণ্ডণ।

শহরে ফিরলেন তিমির চন্দ।  
আগামী ২-১ দিনের মধ্যেই সচিব  
হিসাবে ফের টিসিএ-র দায়িত্ব  
নেবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যের  
ক্রিকেট বর্তমানে একটা অস্থিরতার  
মধ্য দিয়ে চলছে। বলা যায়,  
শৃঙ্খলাহীন অবস্থায় রয়েছে রাজ্য  
ক্রিকেট। আপাতত ক্রিকেটিয়  
কাজকর্মে জোর দেওয়াই তার লক্ষ্য  
বলে জানিয়েছেন। বিসিসিআই-র  
বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।  
সেই সব প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে  
বিভিন্ন রাজ্য দলকে সঠিকভাবে  
প্রস্তুত করা এবং স্থানীয় ঘরোয়া  
ক্রিকেট শুরু করাই তার কাছে  
অগ্রাধিকার পাবে বলে  
জানিয়েছেন। গত মার্চ মাসে সচিব  
পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।  
এরপর আইনের আশ্রয় নেন তিমির

তিমির চন্দ ক্রিকেটের পদ  
পদে বহাল করে। এরপর উচ্চ  
আদালতে যায় টিসিএ। সেখানেও  
তারা ধাক্কা খায়। অর্থাৎ নিম্ন  
আদালতের রায় বহাল রাখে উচ্চ  
আদালত। ফলে অফিসিয়ালি এখন  
টিসিএ-র সচিব তিমির চন্দ। এদিন  
শহরে ফিরে জানালেন যে,  
দুই-এক দিনের মধ্যে সচিব হিসাবে  
কাজ শুরু করবেন। যেহেতু  
বিষয়টা এখনও বিচারাধীন তাই  
বেশি কিছু কথা বললেন না। শুধু  
জানিয়েছেন যে, আমাদের সবার  
কাছে রাজ্য ক্রিকেটের উন্নয়নই  
গুরুত্ব পাওয়া উচিত। সমস্ত  
প্রাক্তন ক্রিকেটার, আজীবন  
সদস্য, ক্লাব, মহকুমা প্রত্যেককেই  
এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান  
জমিয়েছেন। রাজ্যের সর্বকালের  
অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিমির

বৃক্ষে পুরুষ ক্রিকেটের পদ  
কারণ বর্তমানে রাজ্যের ক্রিকেটিয়  
কর্মকাণ্ড বেশ অস্থির অবস্থার মধ্যে  
চলছে। সদর এবং বিভিন্ন মহকুমায়  
ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ রাখার  
ফরমানও জারি করেছে টিসিএ।  
ক্রিকেট মহল মনে করছে, সচিব  
পদে তিমির ফিরে আসার পর  
ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে অবশ্যই  
একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা  
হবে। কারণ তিমির নিজে এক জন  
বড় মাপের ক্রিকেটার ছিলেন।  
তিনি জানেন ঘরোয়া ক্রিকেটের  
গুরুত্ব। ঘরোয়া ক্রিকেট দুই বছর  
ধরে বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিভাবন  
ক্রিকেটার উঠে আসেছেন। ঘরোয়া  
ক্রিকেট বন্ধ থাকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত  
হচ্ছে শহরের ক্লাবগুলি। তাই  
প্রত্যেকেই আশা, এবার ক্রিকেটিয়  
কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হবে।

## দেরাদুনে নিঃস্থিতবাসে সিনিয়র মহিলা দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর :  
দেরাদুনের হোটেলে নিঃস্তববাসে  
কটাচে সিনিয়র মহিলা দল। ছয়  
দিনের নিঃস্তববাস পর্বের পর  
অনুশীলনে নামার সুযোগ পাবে।  
২৮ তারিখ পর্যন্ত হোটেলেই বন্দি  
থাকতে হবে। ২৯ এবং ৩০ অক্টোবর  
অনুশীলন করার সুযোগ পাবে  
ক্রিকেটাররা। আগস্ট ৩১ অক্টোবর  
প্রথম ম্যাচে খেলবে মহারাষ্ট্রের  
বিরুদ্ধে। রাজ্য মহিলা ক্রিকেটের  
সাথে শুরু থেকেই যুক্ত এক প্রীবী  
ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন যে,  
মেয়েদের যদি সঠিকভাবে তৈরি  
করা যায় তাহলে এখনও ভালো  
ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে।  
তানিশা-র সাফল্যে প্রমাণ হয়েছে  
যে, প্রতিভাব অভাব নেই।  
শুধুমাত্র দুরদর্শী মনোভাব এই  
প্রতিভাদের খুঁজে আনতে হবে।  
দুর্ভাগ্য, টিসিএ ছেলেদের  
ক্রিকেট নিয়ে যতটা চিন্তাভাবনা  
করে মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে  
তার আর্দ্ধেকও করে না। একটা  
সময় রাজ্যের মহিলা ক্রিকেট  
উচ্চল্লঘণ্টাগ্রামাবে দেশীয়  
মানচিত্রে জায়গা করে  
নিয়েছিল। এর পর যদি  
জোরাকদমে রাজ্য জুড়ে মহিলা  
ক্রিকেটের প্রসারে নেমে পড়তো  
টিসিএ তবে এরকম হাল হতো  
না। এই বছরের দলটিকে নিয়ে  
প্রত্যেকেই আঞ্চলিকাসী।  
অভিজ্ঞতায় ঠাসা একাধিক  
ক্রিকেটার রয়েছে। জাতীয়  
আসরে ভালো পারফরম্যান্স  
করার কৃতিত্ব রয়েছে তাদের।  
তানিশা-র সাফল্যেও সিনিয়র  
ক্রিকেটাররা বেশ উদ্বৃদ্ধ। গত বছর  
খেলার সুযোগ হয়নি। এই বছর  
সুযোগ যখন এসেছে সেটাকে  
পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোই  
লক্ষ্য ক্রিকেটারদের। ছয় দিনের  
নিঃস্তববাস পর্বে দলের সদস্যদের  
তিনবার করেনা পরীক্ষা হবে। সব  
কিছু ঠিক থাকলে ২৯ তারিখ  
অনুশীলনে নামে রাজ্য দল।

## স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্বের পাশাপাশি

# চিসি-এ-র মহিলা নির্বাচকদের ব্যর্থতার বড় প্রমাণ তানিশা

প্রাতবাদা কলম ঝাড়া প্রাতানধি, আগরতলা, ২৪ অক্টোবর ১৯৭৩-এর মহিলা নির্বাচকরা যে কর্তৃত অপদার্থ এবং তাদের (মহিলা নির্বাচক) বিরুদ্ধে আনা স্বজনপোষণ, পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যে যোল আনা খাঁটি তা হাতেনাতে প্রমাণ করলো রাজ্যের প্রতিভাবান জুনিয়র মহিলা ক্রিকেটার তানিশা দাস। আসন্ন অনুর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের জাতীয় একদিনের চালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেটে ভারতীয়-এ দলে ডাক পেলো ত্রিপুরার তানিশা দাস। সম্পত্তি অনুর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের একদিনের জাতীয় ক্রিকেটে মিজোরামের বিরুদ্ধে শতরান করেছিল তানিশা। অস্থিকা দেবনাথ-র পর অনুর্ধ্ব ১৯ জাতীয় ক্রিকেটে ত্রিপুরার হয়ে দ্বিতীয় শতরান তানিশা-র। এদিকে, তানিশা অনুর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটে শতরান করার পরই ক্রিকেট মহলের দাবি ছিল যে, তার প্রতিভাবর প্রতি সম্মান জানিয়ে টিসিএ যেনে সিনিয়র মহিলা দলে তাকে ২০ জনের মধ্যে রাখে। একই সঙ্গে নাম উঠে অনুর্ধ্ব ১৯ দলের অস্তরা দস্তর। কিন্তু অভিযোগ, না তানিশা না অস্তরা না সুলক্ষণা রায়-র মতো অন্যতম অলরাউন্ডারকে ২০ জনের সিনিয়র দলে ডাকা হয়। টিসিএ-র মহিলা নির্বাচকরা যে তানিশা-কে সিনিয়র মহিলা দলে রাখেনি সেই তানিশা এবার ভারতীয়-এ দলের হয়ে অনুর্ধ্ব ১৯ চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে খেলবে। ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, এবার টিসিএ-র সিনিয়র মহিলা দল বাছাই করার ক্ষেত্রে চরম পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপোষণের সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি মহিলা নির্বাচক। একই সাথে প্রশ্ন উঠেছে, কোন যুক্তিতে মৌচিতে দেবনাথ-কে সহ-অধিনায়কের পদ থেকে সরানো হয়েছে? ব্যক্তিগত সম্পর্ক, স্বজনপোষণ এবং পক্ষপাতিত্বের জন্যই তানিশা দাস, অস্তরা দাস-র মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবং সুলক্ষণা রায়-র মতো অলরাউন্ডারকে ২০ জনের দলে রাখা হয়নি। যেখানে প্রিয়াঙ্কা দাস-র বাঁ-হাত ফেটে যাওয়ার পর তালুতে সেলাই নিতে হয়েছে সেই প্রিয়াঙ্কাকে এক মহিলা নির্বাচকের স্বান্ত বলেই নাকি হাতে ব্যাস্তেজ নিয়ে দেরাদুনে দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে দলের ফিজিও-র ভূমিকাও নাকি রহস্যজনক। তবে সমস্ত ঘটনা নাকি যুগ্মস্থিতিকে জানিয়েই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান সবকয়টি নির্বাচক কমিটিতেই নাকি কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রাক্তন ক্রিকেটারের ভিত্তি। সিনিয়র পুরুষদের নির্বাচক কমিটিতে তিনি জনের মধ্যে দুই জন মাত্র একটি রঞ্জ ম্যাচ খেলেছেন। জুনিয়র পুরুষ নির্বাচক কমিটিতে নাকি তিনি ম্যাচ, এক ম্যাচ খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটার। মহিলা নির্বাচক কমিটিতে নাকি সিনিয়র ম্যাচ না খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটার রয়েছেন। টিসিএ-র মহিলা নির্বাচকরা নাকি এবার ২০ জনের সিনিয়র মহিলা দল গঠনে স্বজনপোষণ, পাক্ষ পাতমূলক ভূমিকা পালন করেছেন। প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটে-বলে ব্যর্থ হয়েও কেউ কেউ নাকি নির্বাচকদের দয়ায় ২০ জনের দলে সুযোগ পেরেছে।

